দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 8 FEB 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

সবার উপরে মুনাফা সত্য

নকল বই আর ভুলে ঠাসা বইয়ে বাজার ছাইয়া গিয়াছে। কোন কোন বইয়ের ভুল এমন মারাত্মক যাহা বলার মত নয়। দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি ঠাহর করা যাইতে পারে। একজন অধ্যক্ষের লেখা একটি বই। ইহাতে বাংলা হইতে ইংরেজী করা হইয়াছে এইভাবে ঃ (ক) সে ডাকের মেয়ে। ইংরেজী 'সী ইজ এ কলগার্ল।' (খ) নূরী তাহাকে পাগল বানাইয়াছিল। ইংরেজী 'নূরী মেড হিম মেড।' (গ) তুমি তাহাদের জড়াজড়ি করিতে দেখিয়াছিলে। ইংরেজী 'ইউ স-দ্যাম হাগিং।' বাংলা বাক্যের এমনি ইংরেজী অনুবাদ হইতেছে অজস্র। সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি নাকি কোন গুরুত্ব দেন নাই। গাম্ভীর্য ভরা কণ্ঠে নাকি বলেন যে, 'এ তেমন কিছু নয়। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হইবে।' কিন্তু সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায় তো বিক্রি বন্ধ থাকিবে না। বহু অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রী বইটি কিনিবে। তাহাদের কি হইবে?

প্রকাশকদের মতে, চলতি বৎসর মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর বইয়ের চাহিদা প্রায় দুই কোটি। যতদূর জানা যায়, ইতিমধ্যে এক কোটি পঁচিশ লাখের কাছাকাছি বই বাজারজাত করা হইয়াছে। বাজার চাহিদার ভিত্তিতে আরও প্রায় বিশ লাখ বই নাকি মুদ্রণাধীন। এইসব বই বাজারে আসিলে মোট চাহিদার অনেকটা পূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু ইতোমধ্যে শুরু হইয়াছে একশ্রেণীর অসাধু পুস্তক ব্যবসায়ীর নৈতিকতাহীন কারসাজি। ওই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত শিক্ষাবর্ষে যে পরিমাণ বই বাজারে ছাড়া হইয়াছিল তাহার সব বিক্রি হয় নাই। বেশ কিছু অবিক্রীত থাকিয়া যায়। গত পরশু প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় যে, ঐসব পুরাতন বইয়ে নূতন প্রচ্ছদ সংযোজন করিয়া বিক্রি করা হইতেছে। পুরাতন বইয়ের বিষয়বস্তু এবং নূতন বইয়ের বিষয়বস্তু হুবহু একরকম হইলে কোন কথা ছিল না। আর্থিক দিক হইতে অভিভাবকরা প্রতারণার শিকার হইলেও ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষতির আশংকামুক্ত থাকিতে পারিত। কিন্তু পুরাতন বই এবং নূতন বইয়ের পাঠ্য বিষয় সম্পূর্ণ একরকম নয়। নূতন বইয়ের গল্প প্রবন্ধ এবং বিষয়বস্তুতে অনেক কিছু সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তন করা হইয়াছে। পরিণামে আর্থিকভাবে অভিভাবক এবং পড়াশুনার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা হইতেছে ক্ষতির সম্মুখীন।

সমাজে একশ্রেণীর অর্থগৃধ্নু লোক আছে যাহাদের কাছে সবার উপরে মুনাফা সত্য তাহার উপরে নাই। সুযোগ উপস্থিত হইলে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করিয়া ইহারা জনজীবন দুর্বিষহ করিয়া তোলে। লাভের অংক স্ফীত করার জন্য চাউল-ডাউল, তেল-নূন-সাবান প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবন- রক্ষাকারী ঔষধ পর্যন্ত কোন কিছুতে ভেজাল মিশাইতে দ্বিধা করে না। ইহার পরও এতদিন পাঠ্য বইয়ের বাজার অনেকটা ক্ষমাহীন প্রতারণা-মুক্ত ছিল। নিকৃষ্ট কাগজে বস্তাপচা নোটবই ছাপিয়া লাভের কড়ি গোণার চেষ্টা করা হইলেও মূল পাঠ্যবই নিয়া জালিয়াতি করা হইত না। এইবার মূলত: দুইটি কারণে অপকর্মটি শুরু করা হইয়াছে। এক, নূতন বই না ছাপিয়া পুরাতন বই বিক্রির মাধ্যমে মুনাফা লোটা এবং দুই, বোর্ডের রয়্যালটি খাতের টাকা না দিয়া রাজস্ব ফাঁকি। প্রকাশিত খবরে বলা হয় যে, পুরাতন বইকে নূতন রূপ দিয়া বিক্রি করার ফলে টেক্সট বুক বোর্ড কমপক্ষে দেড় কোটি টাকার রাজস্ব বঞ্চিত হইবে।

বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এই জালিয়াতির বিষয়টি অবহিত। শীর্ষ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা জানান যে, বিষয়টি তাহাদের জানা আছে এবং থানা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে নজর রাখার জন্য। প্রকাশকরাও এই সত্য স্বীকার করেন। তবে তাহাদের মতে, পদক্ষেপটি বড় নরম। হাতির মুখে মহিষের উপযোগী ঔষধ দেওয়ার মত। তাহারা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য কঠোর কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন।

কোন এক জ্ঞানীজন বলিয়া গিয়াছেন, শিশুর মনে যে প্রভাব পড়ে তাহা প্রস্তর ফলকে ক্ষুদিত চিত্রের ন্যায়। সহসা মুছিয়া যায় না। কিশোর মনে ভুল বাংলা এবং ভুল ইংরেজীর প্রভাবও তদ্রূপ হওয়া স্বাভাবিক। তবে কবে সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হইবে ইহার প্রত্যাশায় ভুলে ঠাসা বই যেমন বিক্রি হইতে দেওয়া যায় না, তেমনি সংশোধিত নূতন বইয়ের স্থলে অসংশোধিত পুরাতন বইও বিক্রি করিতে দেওয়া যায় না। উহার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হইতে বাধ্য। তাই নকল বই এবং ভুলে ঠাসা বইয়ের অভিশাপ হইতে ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষা করার জন্য এখনই কার্যকর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। ■